তারিখ ... 16 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4 ...

ইউনেস্কোর গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট

শিক্ষায় ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না

■ সমকাল প্রতিবেদক

২০৩০-এর শিক্ষায় কর্মরূপরেখার প্রস্তাব অনুসারে শিক্ষার ব্যয় হবে মোট দেশীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ থেকে ৬ শতাংশ। মোট বাজেটের ক্ষেত্রে এর নির্ধারিত মান হলো ১৫ থেকে ২০ ভাগ। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য তাদের অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার কোনোটিই পূরণ হচ্ছে না। বিশ্বের ২০৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ কমপক্ষে ৩৩টি দেশ এ তালিকায় রয়েছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সর্বশেষ গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং (জিইএম) রিপোর্ট ২০১৭-১৮'তে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রতিবেদনটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ উপলক্ষে ইউনেস্কো ঢাকা অফিস এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর বাংলাদেশ শিক্ষা-তথ্য ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষায় ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

এবারের প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য 'শিক্ষায় জবাবদিহিতা : আমাদের দায়বদ্ধতা পূরণ'। অভিভাবক বা পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল, শিক্ষক, সরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষায় জবাবদিহি নিশ্চিতে কী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন, সে তথ্য ও সুপারিশ স্থান পেয়েছে প্রতিবেদনে। বিএনসিইউ সচিব মনজুর হোসেন সাংবাদিকদের জানান, প্রতিবেদনে সাতটি প্রধান ও ১২টি উপ-সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আছে তিনটি পৃথক পদক্ষেপ নিয়ে সরকারকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং যথাক্রমিক দায়িত্ব পালনে একটি অংশীদারিত্বমূলক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে অর্থবহ পরিস্থিতি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সম্পৃক্তি সৃষ্টি করতে হবে। সরকারকে শিক্ষা পরিকল্পনা ও স্বচ্ছ বাজেট তৈরি করতে হবে।

প্রতিবেদনে যে ৩৩টি দেশ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার একটিও পূরণ করেনি, তার মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার নামও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অনুষ্ঠানে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা খাতে জিডিপির চার ভাগ ব্যয়ের কথা বলেছিলেন। বর্তমানে শিক্ষা বাজেট আয়তনে বেড়েছে। কিন্তু তা জিডিপির দুই ভাগের নিচে এবং বাজেটের ১৫ শতাংশের নিচে আছে।' তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে, সে জন্য অন্য খাতে বিনিয়োগ করতে হয়। খাদ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো খাতে ব্যয়টা বেশি হচ্ছে। এমনকি শিক্ষা ব্যয়েরও বড় একটি অংশ অবকাঠামো উন্নয়নে চলে যায়। গুণগত মান উন্নয়নে ব্যয় অগ্রাধিকার পাবে।' শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'যে বাজেট আসে, তা যেন পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। এই রিপোর্ট থেকে আমরা শিক্ষা নেব। যেসব ত্রুটি রয়েছে, তা দূর করার চেষ্টা করব। ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গোলাম মো. হাসিবুল আলম, ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস খালদুন এবং বিএনসিইউর সচিব মনজুর হোসেন। প্রতিবেদনের বিস্তারিত তুলে ধরেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ (শিক্ষা) সুন লেই।